15 OCTOBER WORLD Rural Women's DAY

WWSF Prize Women's Creativity in Rural Life©

আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস ২০১৬

কিশোরীর যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার অধিকার আমাদের অঙ্গিকার

১. ভূমিকা

১৫ অক্টোবর বিশ্বের প্রায় সব দেশের মতো বাংলাদেশেও পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস। আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস ও আন্তর্জাতিক নারী দিবস এক নয়। প্রতি বছর ৮ মার্চ পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস, যেখানে নারীর সার্বিক অধিকার ও উন্নয়নের বিষয়টি বিশেষভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। অন্যদিকে গ্রামীণ নারীর অধিকারের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সবার সামনে তুলে ধরার প্রয়াস হিসেবে পালিত হয় এই আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস। সুতরাং আন্তর্জাতিক নারী দিবস এবং আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস একটি আরেকটির পরিপূরক, বিরোধাত্মক নয়।

২. আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবসের ইতিহাস

১৯৯৫ সালে বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের ৪র্থ নারী সম্মেলনে ১৫ অক্টোবরকে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস হিসেবে পালনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৯৭ সাল থেকে জেনেভাভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা Women's World Summit Foundation (WWSF) আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবসটি পালনের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি পালন করে। ১৯৯৮ সাল থেকে বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস হিসেবে এটি পালিত হচ্ছে। ২০০৭ সালে এসে এই দিবসটি এক বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করে। জাতিসংঘ ২০০৭ সালের ১৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত সাধারণ পরিষদের সভায় ১৫ অক্টোবর আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস পালনের আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত নেয়। কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন এবং খাদ্য নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে গ্রামীণ নারীদের ভূমিকার প্রতি স্বীকৃতি স্বরূপ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ তার রেজুলেশন নম্বর ৬২/১৩৬-এর মাধ্যমে দিবসটি পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এরপরের বছর, ২০০৮ থেকে জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র এই দিবসটি পালন করে আসছে।

৩. বিভিন্ন সময়ে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবসের প্রতিপাদ্য

- ২০১৫: কীটনাশকের বিকল্প নাও, গ্রামীণ নারীর জীবন বাঁচাও।
- ২০১৪: নারীর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ১৮ এর নিচে বিয়ে নয়, আইন করে বাল্য বিয়ের স্বীকৃতি বন্ধ করতে হবে।
- ২০১৩: কীটনাশকের বিপদ এবং গ্রামীণ নারী।
- ২০১২: জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন এবং অভিযোজনে আপনার অবস্থান তুলে ধরুন।
- ২০১১: ভূমি ও উত্তরাধিকারে নারীর অধিকার।
- ২০১০: জলবায়ু অভিযোজনে মা ও মেয়ে শিশুর শিক্ষা অগ্রাধিকারের দাবিতে সোচ্চার হোন।
- ২০০৯: স্বাস্থ্য অধিকার ও সুস্থভাবে বাঁচার জন্য সোচ্চার হোন।
- ২০০৮: খাদ্য নিরাপত্তাকে বিবেচনা করতে হবে খাদ্য ও সার্বভৌমত্বের আলোকে।

৪. বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস

বাংলাদেশে ২০০০ সাল থেকে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী ও উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও) সম্পূর্ণ নিজেদের অর্থায়নে গ্রামীণ নারী দিবস উদ্‌যাপন করে আসছে। জাতীয় উদ্‌যাপন কমিটি'র ব্যানারে প্রতিবছর জাতীয় ও জেলা পর্যায়ে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস পালন করা হয়ে থাকে। ২০০৭ সাল থেকে এর আয়োজনে ব্যাপকতা আসে এবং সেই বছর থেকেই নারী উন্নয়নে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জেলা পর্যায়ে গ্রামীণ নারীদেরকে (নারী মুক্তিযোদ্ধা, দাবি আদায়কারী, ধাত্রী মাতা, রত্নগর্ভা, বীজ সংরক্ষণকারী, অন্যায়ের প্রতিবাদকারী, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি ইত্যাদি) তাদের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মাননা প্রদান শুরু হয়। গত বছর প্রায় ৬০ জেলায় আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস পালিত হয়েছে। এবছরও দেশের ৬৪টি জেলাতেই এই দিবসটি পালন করা হবে। প্রতিটি জেলায় এই দিবসটি পালনে সচেষ্ট রয়েছে এ সংক্রান্ত জেলা কমিটি। জাতীয় পর্যায়েও দিবসটি পালন করা হচ্ছে নানান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এ সংক্রান্ত সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে ইক্যুইটিবিডি'র সহায়তায় গঠিত জাতীয় কমিটি।

৫. বয়ঃসন্ধিকাল ও কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য এবং এবারের প্রতিপাদ্য:

প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও গ্রামীণ নারী দিবস পালন করা হচ্ছে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে। সাধারণভাবে আন্তর্জাতিভাবে যে প্রতিপাদ্য নির্ধারন করা হয় তারই আলোকে প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু গত তিন বছর (২০১৩-১৫ পর্যন্ত) ধরে দেশের নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে গ্রামীণ নারী দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারন করছে গ্রামীণ নারী দিবস উদ্‌যাপন কমিটি। একই ধারাবাহিকতায় এ বছর প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে 'কিশোরীর যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার অধিকার (Sexual and Reproductive Health Rights-SRHR) আমাদের অঙ্গিকার'। দিবসটি উদ্‌যাপন সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি বেশ কয়েকটি সভায় মিলিত হয়ে এই বছরের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছেন।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশ কিশোর কিশোরী। তাদের শিক্ষা, জীবন-দক্ষতা ও স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করছে আমাদের দেশের ভবিষ্যত।

এই কিশোর-কিশোরীদের বয়ঃসন্ধিকালে তার শরীরে ও মনে নানা ধরণের পরিবর্তন হতে শুরু করে এবং যৌবনে এসব পরিবর্তনগুলো পূর্ণতা লাভ করে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে, ১০ থেকে ১৯ বছর বয়স পর্যন্ত সময়কে কৈশোর বলে। ১০ বছর এবং ১৯ বছর বয়সের মাঝামাঝি সময়টাকে বয়ঃসন্ধিকাল বলে। আমাদের দেশের মেয়েদের শারীরিক গঠনের পরিবর্তন ১০ থেকে ১৩ বছর বয়সের মধ্যে শুরু হয়। এ বয়সে মেয়েদের উচ্চতা বাড়ে। নিতম্ব প্রশস্ত ও স্তন স্ফীত হয়। বগল ও যৌনাঙ্গের আশপাশে লোম গজায়। ডিম্বাশয়ে ডিম্বাণু তৈরি হয় এবং প্রতিমাসে ঋতুস্রাব শুরু হয়। প্রতি ২৮ দিনে এ ঋতুচক্র হয়ে থাকে। কারো কারো ২৮ দিনের আগে কিংবা পরে হয়। প্রত্যেক মাসের ঋতুচক্রের মাঝামাঝি সময়ে দু'টি ডিম্বকোষের যেকোনো একটি থেকে একটি ডিম্বাণু নিঃসৃত হয় এবং এর ১৪ দিন পর মাসিক/ঋতুস্রাব হয়ে থাকে।

ঋতুস্রাব বা মাসিক একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। তবে জীবনের প্রথম মাসিকের সময় মেয়েরা ভয় ও লজ্জা পেয়ে যায়। একারণে মেয়েরা যখন বয়:সন্ধিকালে প্রবেশ করে তখন মা, বড় বোন, ভাবী বা অন্য কোন নারী যদি বিষয়টা আগে থেকে বুঝিয়ে বলেন তাহলে মেয়েরা সহজে এই ভয় ও লজ্জা কাটিয়ে উঠতে পারে। এটি একটি মেয়ের স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠার এবং সন্তান ধারণের ক্ষমতা লাভের লক্ষণ। মাসিক সাধারণত: ১২/১৩ বছর বয়স থেকে শুরু হয় এবং ৪৫/৪৬ বছর বয়সে স্বাভাবিক নিয়মে বন্ধ হয়ে যায়।

৬. মাসিক বা ঋতুচক্র চলাকালীন পরিচ্ছন্নতা:

মাসিকের সময় রক্ত যাতে গড়িয়ে না পড়ে সেজন্য পরিষ্কার কাপড়, তুলা অথবা স্যানিটারি প্যাড ব্যবহার করতে হয় এবং ৩/৪ ঘন্টা পর পর এগুলো বদলাতে হয়। একই কাপড় বারবার ব্যবহার করলে তবে তা সাবান দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে রোদে/ বাতাসে শুকিয়ে ব্যবহার করা উচিত। কাপড় বা তুলা ঠিকভাবে ব্যবহারের জন্য সঠিক মাপের জাঙ্গিয়া বা প্যান্টি ব্যবহার করা যেতে পারে। মনে রাখা দরকার, মাসিকের সময় মেয়েদের জরায়ুতে রক্ত তৈরি এবং দুষিত হয়। তবে দেহের বাইরে আসার পর এতে সংক্রমণ বা ইনফেকশন ঘটতে পারে। তাই এসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা জরুরি। প্রতিবার প্যাড বা কাপড় বদলানোর পর পরিষ্কার পানি দিয়ে যৌনাঙ্গ ধুয়ে মুছে নিতে হবে।

মাসিকের সময় বেশির ভাগ মেয়ের কোমরে বা পেট অথবা মাথা ব্যথা হয়। বিশ্রাম, হালকা খাবার এবং গরম স্যাঁক ব্যথা কমাতে সাহায্য করে। কিন্তু ব্যথা বেশি হলে অবশ্যই ডাক্তার দেখিয়ে তা কমানোর ওষুধ খেতে হবে।

৭. মাসিক বা ঋতুচক্র চলাকালীন পুষ্টি:

আমাদের দেশে এখনো মাসিক নিয়ে নানা ধরণের কুসংস্কার এবং খাবার নিয়ে বাছ-বিচার প্রচলিত আছে। যেমন, এসময় মাছ খাওয়া উচিত নয়, কারণ এই সময় মাছ খেলে রক্তে দুর্গন্ধ হয়। এছাড়া বলা হয়, এসময় কেউ আচার তৈরি করলে বা তৈরি আচার স্পর্শ করলে তা নষ্ট হয়ে যায়-যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বরং এসময় ডিম, ডাল, মাছ, মাংস ও সবুজ শাকসহ সবধরণের পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে। এছাড়া আয়রনের ঘাতটি দূর করতে আয়রন ফলিক এসিড (আইএফএ) নিয়মিত খেতে হবে, যা সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে বিনামূল্যে পাওয়া যায়।

৮. যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা সম্বন্ধে জানা এবং তা পাওয়ার অধিকার:

প্রজনন ও যৌন স্বাস্থ্যসেবা (Sexual and Reproductive Health Rights-SRHR) পাওয়া কিশোর-কিশোরী বা তরুণ-তরুণীদের একটি অধিকার। অনেকেই মনে করেন, তরুণ-তরুণীদের এ ব্যাপারে এত বেশি জানানোর দরকার নেই। আবার অনেক সময় চিকিৎসকেরা কিশোর-কিশোরী বা তরুণ-তরুণীদেরকে অভিভাবক সাথে আনতে বলেন বলে তারা এসংক্রান্ত সেবা গ্রহণে আগ্রহী হয় না। এছাড়া অনেক সময় তরুণ-তরুণীদের এ সব বিষয়ে জানার আগ্রহকে অনৈতিক হিসেবে ভাবা হয় এবং এই ধরণের সংস্কৃতি তাদেরকে তথ্য জানার উৎসগুলো হতে দূরে রাখে। ফলে এ ব্যাপারে তারা নিজের পছন্দমত সিদ্ধান্ত নিতে পারে না।

এই সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা না থাকার কারণে আমাদের কিশোরী-তরুণীরা বাল্যবিবাহের শিকার হয়। এর আরেকটি অন্যতম কারণ মাসিক চক্র শুরু হলে বেশির ভাগ অভিভাবক মনে করেন তার বিবাহের বয়স হয়ে গেছে আর দেরি করা ঠিক না। স্কুল পড়ুয়া বেশির ভাগ কন্যাসন্তান এসময় থেকে ঝরে যায়। কারণ স্কুলগুলোতে, বিশেষ করে গ্রামের স্কুলগুলোতে, মেয়েদের জন্য আলাদা টয়লেটসহ পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থা নেই যা বাল্যবিবাহের দিকে মেয়েদের ধাবিত করে।

অথচ এটা সবার জানা, বিবাহিত জীবনকে গ্রহণ ও এর মুখোমুখি হওয়ার জন্য নারী-পুরুষের মানসিক ও শারীরিক পরিপক্কতা অর্জন অপরিহার্য। অপরিণত বয়সে বৈবাহিক জীবনের বিপর্যয় সম্পর্কে জানা থাকে না। অল্প বয়সে গর্ভধারণ, অল্প বয়সী মা ও শিশু মৃত্যুর কারণ। বাল্য বিবাহের মাধ্যমে গর্ভধারণের জন্য মার যে শারীরিক প্রস্তুতি বা জরায়ুর যে পূর্ণ বিকাশ দরকার, তা সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে সন্তান ধারণের মাধ্যমে বিপদ ডেকে আনা হয়। অজ্ঞতার কারণেই কিশোর-কিশোরীদের এ ধরণের অর্থাৎ সঠিক জীবন-যাপনের অধিকার খর্ব করা হচ্ছে। যৌন শিক্ষা এ অজ্ঞানতা দূর করতে পারে বলে মনে করেন প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক বিশেষজ্ঞগণ।

বস্তুতঃ মানুষ তার প্রজনন ও যৌন অধিকারগুলো প্রয়োগে বিভিন্ন ধরণের বাধার সম্মুখীন হয়। দুর্ভাগ্যবশত আমরা সেই বাধাগুলোকে দূর না করে এড়িয়ে যাই এবং আমাদের সংস্কৃতির এটাই স্বাভাবিক নিয়ম বলে মনে করি এবং মেনে নেই।

বয়ঃসন্ধিকালেই কিশোর-কিশোরীরা প্রজনন ক্ষমতা লাভ করে, তাই এ সময় থেকেই প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষার প্রয়োজন। উল্লেখ্য, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক অধিকারগুলো হচ্ছে- প্রত্যেকের বাঁচার অধিকার, গর্ভজনিত কারণে কোন নারীর জীবন ঝুঁকিপূর্ণ না করা, প্রত্যেক নারী-পুরুষের স্বাধীন ও নিরাপদ যৌন জীবন উপভোগ করা ও প্রজনন ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার। যৌন প্রজনন জীবনসহ সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা, যৌন প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণে গোপনীয়তা রক্ষা, যৌন প্রজনন বিষয়ে মুক্ত চিন্তা, গবেষণা জানা ও শেখার অধিকার, পরিকল্পিত পরিবার গঠনে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার। যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে তথ্য লাভ, পছন্দসই নিরাপদ, আরামদায়ক, মর্যাদাপূর্ণ ও নিয়মিত সেবা প্রাপ্তির অধিকার। এ সকল অধিকার সম্পর্কে ধারণা থাকলে কিশোর-কিশোরীরা স্বাস্থ্য পরিচর্যা, শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যত্ন এবং পরবর্তী প্রজন্মের ভাল স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে।

এইদিক থেকে পরিবারসমূহ প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে কিশোর-কিশোরীদের সচেতন করতে বড় ধরনের ভূমিকা রাখতে পারে। মা-বাবা, বড় ভাই বা বোন এক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করতে পারেন। অভিভাবকসুলভ আচরণ নয়, তাদের সঙ্গে বন্ধুর মতো আচরণ করতে হবে। বিদ্যালয়গুলোও কিশোর-কিশোরীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যবিষয়ক শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে। বর্তমানে কিছু বিষয় মাধ্যমিক শিক্ষা কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা এই শিক্ষার ভিত্তি হিসেবে কাজ করতে পারে।

এছাড়া বিভিন্ন গবেষণার তথ্য-উপাত্ত বলছে, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসহ কিশোরীদের স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগের সুফল প্রায় তাৎক্ষণিকভাবেই পাওয়া যায়। যেমন: শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অনুপস্থিতির হার কমে, কর্মক্ষেত্র এবং বাড়িতে উৎপাদনশীলতা বাড়ে। এছাড়া কিশোরীদের জন্য বিদ্যালয়ের ভেতরে ও বাইরে সামগ্রিক যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা, যাতে তারা অনাকাংক্ষিত গর্ভধারণ ও যৌনবাহিত বিভিন্ন রোগের সংক্রমণ থেকে নিজেদের সুরক্ষিত রাখতে পারে। একারণে আমাদের কিশোরীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আশু পদক্ষেপ এখনই প্রয়োজন।

আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস উদ্‌যাপন জেলা কমিটি - ২০১৬

খুলনা বিভাগ

ক্রমিক	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১.	বাগেরহাট	সভাপতি	উদয়ন বাংলাদেশ	শেখ আসাদ	০১৭১৪০৮৩৬৭০
		সম্পাদক	ভয়েস অব সাউথ বাংলাদেশ	মো: শহীদুল ইসলাম	০১৯১৩ ৭৬৩৭০০
২.	সাতক্ষীরা	সভাপতি	চুপড়িয়া মহিলা সমিতি	বেগম মরিয়ম মান্নান	০১৭১২১১৫৬৭২
		সম্পাদক	মৌমাছি	সুশান্ত মল্লিক	০১৭১৪৯৪৯৫৯৩
৩.	যশোর	সভাপতি	দিপ্তী মহিলা ও শিশু উন্নয়ন সংগঠন	বেগম আফরোজ	০১৭১২৭৬৮১২৮
		সম্পাদক	নারী অধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা	ডা: সাফিয়া খানম	০১৭১৬১৩১৭২০
৪.	মাগুরা	সভাপতি	মহিলা ও শিশু উন্নয়ন সংস্থা	আছমা আলতাফ	০১৭২৯৯১৭৩৬৯
		সম্পাদক	স্বপ্নীল ফাউন্ডেশন	আ: হালিম	০১৭১২৬৪৬৫৫২
৫.	নড়াইল	সভাপতি	নিত্যজোট	রওশন আরা কবির লিলি	০১৭১২৯৩১৫২৪
		সম্পাদক	স্বাবলম্বী	কাজী হাফিজুর রহমান	০১৭১৬১০৬১০৫
৬.	চুয়াডাঙ্গা	সভাপতি	সমাজ কর্মী	শহিদুল হক বিশ্বাস	০১৭১৭৭৪৮৪০৪
		সম্পাদক	পল্লী উন্নয়ন সংস্থা	মে: ইলিয়াছ হোসেন	০১৭১১২৮০৪৫৯
৭.	ঝিনাইদহ	সভাপতি	শেল্টার সমাজ কল্যাণ সংস্থা	রোমেনা বেগম	০১৭১৬ ৩২৮৮৭৩
		সম্পাদক	এইড ফাউন্ডেশন	আমিনুল ইসলাম বকুল	০১৭৩৩ ৩৩৭৪৪৪
৮.	কুষ্টিয়া	সভাপতি	নিকুশিমাজ সমাজ কল্যাণ প্রতিষ্ঠান	সালমা সুলতানা	০১৭১১৯৫১২১২
		সম্পাদক	শিলাইদহ রবীন্দ্র সংসদ	এস নজরুল ইসলাম	০১৭১১৪০৮৬৩৯
৯.	খুলনা	সভাপতি	মাসেস	শামীমা সুলতানা শীলু	০১৭১৫১০৬৮৯০
		সম্পাদক	ইনচার্জ-ট্রেনিং ইউনিট, রুপান্তর	মোরশেদা খাতুন দিলারা	০১৭৩৮২২৬৬৮১
১০	মেহেরপুর	সভাপতি	ভিটাপাড়া নারী কল্যান সমিতি	আসমা বেগম	০১১৯১৩০৮৫৬৭
		সম্পাদক	সাহেবনগর সমাজ কল্যাণ সংস্থা	আবুল কাশেম	০১৭১৪৯০৭৫৩৫

রাজশাহী বিভাগ

ক্রমিক	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১.	রাজশাহী	সভাপতি	বি এম কে এস	রহিমা বেগম	০১৭২৩৫৭৯৫৩৫
		সম্পাদক	আশ্রয়	আ: রাজ্জাক	০১৮২৪১৯৪২৫৩
২.	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	সভাপতি	বাংলাদেশ শিশু একাডেমী	গৌরী চন্দ সিতু	০১৭১০৯৬৭৩৪৫
		সম্পাদক	চেতনা মানবিক উন্নয়ন সংস্থা	জাফরুল আলম	০১৭১৫৪৮৩৮৬৬
৩.	নাটোর	সভাপতি	বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ	দিলারা বেগম পারুল	০১৮২১৯৫২৭৩৩
		সম্পাদক	আলো	শামীমা লাইজু নীলা	০১৭১১৩৮৪২৯৮
৪.	পাবনা	সভাপতি	সূচনা সমাজকল্যাণ সংস্থা	পূর্নিমা ইসলাম	০১৭১১-১৪২৮৭৬
		সম্পাদক	পাবনা প্রগতি সংস্থা	আ: সালাম	০১৭১১-৮৮৩৮৯৪
৫.	সিরাজগঞ্জ	সভাপতি	অন লাইন সংবাদিক ফোরাম	হেলাল আহমেদ	০১৭১৩-১৮১৫০৮
		সম্পাদক	প্রোগ্রাম ফর উইমেন ডেভলপমেন্ট	হোসনে আরা জলি	০১৭১৬৬০০৭২৮
৬.	জয়পুরহাট	সভাপতি	দু:স্থ মানবতার সেবা সংস্থা	অপূর্ব সরকার	০১৭১১০৫৬৯৫৭
		সম্পাদক	এইচ পি ডি ও	মাহাবুবা বেগম	০১৭১২২৮১৯৮১
৭.	নওগাঁ	সভাপতি	সাংবাদিক	মো: কায়েস উদ্দীন	০১৭১৮৯৭১৮৩৫
		সম্পাদক	জন নীড় ছায়া সমাজ উন্নয়ন সংস্থা	নাজমা আখতার লিপি	০১৭২৬৫৮৫৭৭৭
৮.	বগুড়া	সভাপতি	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প	শেখ মো. আবু হাসনাত	০১৭১১৩০২৪৭০
		সম্পাদক	পেস্ট	মাহফুজা আক্তার নিভা	০১৭১২৯২৩৫২৩

রংপুর বিভাগ

ক্রমিক	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১.	দিনাজপুর	সভাপতি	এসসিডিএফ	সেলিনা আকতার	০১৭১২৬৯৯৬২৭
		সম্পাদক	এসপিপি	আসিফ ইকবাল	০১৭১১৮৪৯৪৯৪
২.	রংপুর	সভাপতি	ঈাস	কে এম আলী সম্রাট	০১৭১২২২৫৮৫২
		সম্পাদক	মনস্বীতা	শরীফা বেগম	০১৭৩২৫৪৯৫০৮
৩.	গাইবান্ধা	সভাপতি	গ্রামীণ মানবিক সংহতি সমাবেশ	মোকবুল রহমান	০১৭৩১২১৫১২৮
		সম্পাদক	এলআরসি	শামীম সরকার	০১৭৩৪১৭৩১৮২
৪.	নীলফামারী	সভাপতি	সম্পাদক, দেশ	এসএম জিয়াউল হক	০১৭৬৫০১৫৪৪৩
		সম্পাদক	ঢাকা সিঙ্গেল উইম্যান এসোসিয়েশন	জাকিয়া সুলতানা নীলা	০১৭১২৬০৮৯১২
৫.	লালমনিরহাট	সভাপতি	মানসিকা	একেএম শামসুল হক	০১৭১৮৬৪০৯৪৫
		সম্পাদক	ফিডা	ফিরোজা বেগম	০১৭১৬৬৫৬৪৫৯
৬.	ঠাকুরগাঁও	সভাপতি	আকস	মোছা:রাবেয়া বেগম	০১৮১৮৪৫৩০৭৫
		সম্পাদক	সামাজিক কল্যাণ সংস্থা	আম্বিয়াতুন জান্নাত	০১৭১৬৭৪৯৭২৬
৭.	কুড়িগ্রাম	সভাপতি	সলিডারিটি	এস এম হারুন উর রশীদ লাল	০১৭১৫১৬৯৪৬৯
		সম্পাদক	এএফএডি	সাইদা ইয়াসমিন রূপা	০১৭১৯৬৯১৪০৯
৮.	পঞ্চগড়	সভাপতি	বিকাশ বাংলাদেশ	আলাউদ্দীন প্রধান	০১৭৩০০১৭২০০
		সম্পাদক	পরস্পর	আকতারুন্নাহার সাকি	০১৭১৬৫০৮৩১২

বরিশাল বিভাগ

ক্রমিক	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১.	পটুয়াখালী	সভাপতি	উপজেলা ভাইস চেয়ানম্যান	ডা. কামসুন নাহার ডলি	০১৯১৩ ৫৪৩৩০১
		সম্পাদক	বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশন	জায়েদ ইকবাল খান	০১৭৯৩ ১১৭৫৯৩
২.	ঝালকাঠি	সভাপতি	সাংবাদিক	হেমায়েত উদ্দিন হিমু	০১৭১২২৫৯৮৯০
		সম্পাদক	নলছিটি মডেল সোসাইটি	মো. খলিলুর রহমান	০১৭২১৪৩০৭১৪
৩.	বরিশাল	সভাপতি	সেভ দ্য চিলড্রেন	নাসরিন নাহার	০১৭১১২২৪২০৮
		সম্পাদক	সমন্বিত মানব উন্নয়ন সংস্থা	মেহের আফরোজ মিতা	০১৭১১১২০৯৬৬
৪.	বরগুনা	সভাপতি	ভিলেজ লাইভলিহুড কমিটি	নাসিমা বেগম	০১৭৫২৯০৪১৮৬
		সম্পাদক	ভাওকর হাফগ্রেড হাইস্কুল	আব্দুস সালেক	০১৭৫২৯০৪১৮৬
৫.	ভোলা	সভাপতি	সভানেত্রী জনসংগঠন	মাসুমা বেগম	০১৭২৫৯২৬৪৬৯
		সম্পাদক	কোস্ট ট্রাস্ট	রাশিদা বেগম	০১৭১৩৩২৮৮০২
৬.	পিরোজপুর	সভাপতি	পিজিইউএস	জিয়াউল আহসান	০১৭১১৫৭২৯৪৩
		সম্পাদক	নারীনেত্রী	খালেদা আক্তার হেনা	০১৭১২৮১৭৪২৫

ঢাকা বিভাগ

ক্রমিক	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১.	মানিকগঞ্জ	সভাপতি	জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থা	রোমেজা আকতার মাহিন	০১৭১২৯৬৬৩৭৩
		সম্পাদক	প্রেসক্লাব, মানিকগঞ্জ সেক্রেটারী	জাহাঙ্গীর আলম বিশ্বাস	০১৭১২৭২৬৩৬২
২.	নরসিংদী	সভাপতি	অনামিকা মহিলা সমিতি	শাহিনা আক্তার অনি	০১৬৮১ ৭৫১৭০০
		সম্পাদক	ম্যাবস	মো: আলী হোসেন	০১৭৩১১৯৮০১৩
৩.	ফরিদপুর	সভাপতি	পূর্বাশা	মো. খাইরুজ্জামান	০১৯৫৯ ৪৫৬৭৯৯
		সম্পাদক	জন্মভূমি উন্নয়ন সংস্থা	বিলকিস আক্তার	০১৭২১ ৮১৫৬২৪
৪.	কিশোরগঞ্জ	সভাপতি	উপমা	রওশন আরা	০১৭২৫ ১৪৮৩৬৫
		সম্পাদক	হাওড় ফার্মার্স এন্ড ফিশার্স এলায়েন্স	অনুপম মাহমুদ	০১৭১১ ৩১৮৬৭৯
৫.	শরিয়তপুর	সভাপতি	এসডিও	মাহবুবুর রহমান	০১৭১২২৩৫১০১
		সম্পাদক	দৈনিক বর্তমান এশিয়া	সুমাইয়া শারমীন	০১৭৬২ ৭৬৬৫২৫
৬.	গাজীপুর	সভাপতি	বাদুয়ারচর শতদল সমাজ কল্যান সংস্থা	নাহিদ সুলতানা	০১৭৫২২৮৪০৩৩
		সম্পাদক	প্রেস ক্লাব-কালীগঞ্জ	ইব্রাহিম খান	০১৭১৬-৩৫০৪২০
৭.	টাঙ্গাইল	সভাপতি	আরপিডিও	রওশন আরা লিলি	০১৭১২-২২৯৭০৪
		সম্পাদক	এ এম কে এস	নাজমা বেগম	০১৯৩৬৮৬১৮৪৪
৮.	সাভার-ঢাকা	সভাপতি	ইমু	ঝুমা রানী বিশ্বাস	০১৭১৮৮২১৮০৮
		সম্পাদক	এসো	জসিম উদ্দিন চৌধুরী	০১৭৮৬৩১৮১৮৬
৯.	মুন্সিগঞ্জ	সভাপতি	উত্তর মহাকালী মহিলা সমিতি	রোকেয়া বেগম	০১৭১২৫০৯১০২
		সম্পাদক	মধ্যম মহাকালী মহিলা সমিতি	হমিদা বেগম	০১৭২৪২৪৬২৭৫
১০.	নারায়নগঞ্জ	সভাপতি	নারী কল্যান সংস্থা	রহিমা আক্তার লিজা	০১৯১৭৭৩৮৪০৫
		সম্পাদক	সোহা	নজরুল ইসলাম ঢালী	০১৭১২৭৯৭২৪৯

ঢাকা বিভাগ

ক্রমিক	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১১.	মাদারীপুর	সভাপতি	সমতা মানব উন্নয়ন প্রচেষ্টা মাদারীপুর	নার্গিস সরোয়ার	০১৭৩১১৩৭০৫৭
		সম্পাদক	ভাইস চেয়ারম্যান	হোমায়ারা লতিফ পান্না	০১৭১১১৬৯৭৪৭
১২.	রাজবাড়ী	সভাপতি	এন কে এস	অসীম কুমার পাল	০১৭১২২০৩৮২৬
		সম্পাদক	ধুনচি মহিলা উন্নয়ন সমিতি	এস এম শফিকুল ইসলাম	০১৮২৪৪৯৫৮৩২
১৩.	গোপালগঞ্জ	সভাপতি	প্রধান শিক্ষক	অনিমা রানী বিশ্বাস	০১৭১৫৩৬৮৫২৮
		সম্পাদক	এলআরসি	শিবলী আনোয়ার	০১৭১১৫৬৫৯৯৮

ময়মনসিংহ বিভাগ

ক্রমিক	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১.	ময়মনসিংহ	সভাপতি	শিউলী বিশ্বাস	ঢাকা আসছানিয়া মিশন	০১৭১১৩৬৩৩৯৫
		সম্পাদক	এসেড	শেখ মো: ইউসুফ	০১৭১১৩৩৫৪৭৭
২.	শেরপুর	সভাপতি	আরডিএস	নূর উদ্দিন	০১৭১১১৮৬৭০৩
		সম্পাদক	ছোঁয়া	কহিনুর বেগম বিদ্যুৎ	০১৭১৬৪৭৩১৪৬
৩.	নেত্রকোনা	সভাপতি	ইভেন্টফুল বাংলাদেশ	মো: রোকনুজ্জামান	০১৭১৪৩৩৯৬৭৬
		সম্পাদক	সৌরভ ওয়েলফেয়ার	আশুতুষ হাজং	০১৯৬৫৭৯১৬২৯
৪.	জামালপুর	সভাপতি	এস এ ইউ এ	মো: সহিদুল ইসলাম বাদল	০১৮১৮২৩৬৮৬৬
		সম্পাদক	ঝুমকা বাংলাদেশ	শারমীন কবির বীনা	০১৭১১১৩৩৬৭৩

চট্টগ্রাম বিভাগ

ক্রমিক	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১.	নোয়াখালী	সভাপতি	অর্পণ	আব্দুল কাদের হাজারী	০১৭২৬৪২৯৫৭১
		সম্পাদক	নবধারা	রাশিদা পারভীন কুসুম	০১৯২০ ১২২৩৯২
২.	চাঁদপুর	সভাপতি	অবসর প্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তা	শ্রী রনজিত চন্দ্র রায়	০১১৯১০৯৩৫৭৬
		সম্পাদক	আরসিডিএস	সাদেক শফি উল্লাহ	০১৭১২৬৫৪৬০১
৩.	ফেনী	সভাপতি	এল আই এফ ডি	মর্জিনা বেগম বেবী	০১৭১২ ৬৮৮৫৯৬
		সম্পাদক	নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি	শাহানাজ জাহান	০১৭৩২ ৪৪১৫৭৪
৪.	কুমিল্লা	সভাপতি	জাগ নারী সংস্থা	জোৎস্না আরা	০১৯১৬ ৬৫০০১০
		সম্পাদক	পল্লী স্বাস্থ্য উন্নয়ন সংস্থা	কাজী এনায়েত উল্লাহ (মাহতাব)	০১৭১১ ১০০৬০২
৫.	বি-বাড়ীয়া	সভাপতি	প্রাইম এশিয়া ইউনিভার্সিটি	এ কে এম আশরাফুল হক	০১৭৫৫ ৫৪২৩৪২
		সম্পাদক	স্বদেশী	আজিজুর রহমান	০১৭১৮০৬৩৬৩১
৬.	কক্সবাজার	সভাপতি	সমাজকর্মী	মোস্তফা কামাল পাশা	০১৮১১৬৮২০৭৫
		সম্পাদক	কোস্ট ট্রাস্ট	মকবুল আহমেদ	০১৭১৩৩২৮৮২৮
৭.	খাগড়াছড়ি	সভাপতি	খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি	শেফালীকা ত্রিপুরা	০১৭৩১৩১৮৩৬৮
		সম্পাদক	জাবারাং কল্যাণ সমিতি	মথুরা ত্রিপুরা	০১৫৫২৩৫৬৪৫৬
৮.	লক্ষ্মীপুর	সভাপতি	প্রয়াস	সাবিনা ইয়াছমিন	০১৭৩৪-৫৩৩৩৫৭
		সম্পাদক	উসাপ	মো: সেলিম	০১৮১২০৭৩০৬০
৯.	চট্টগ্রাম	সভাপতি	প্রত্যাশী	মনোয়ারা বেগম	০১৮১৯৩২৬২০৬
		সম্পাদক	বনফুল সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান	রিজিয়া বেগম	০১৭১৩১০২৫৪৭
১০.	রাঙ্গামাটি	সভাপতি	ডব্লিউইএডি	মেরী	০১৮২০২৩৬২৪৮
		সম্পাদক	জুম ভিউ ফাউন্ডেশন	সুজল কান্তি চাকমা ০১৫৫৬৪৯৮৮২০	০১৭১৪৪৬৩৮৭৪
১১.	বান্দরবান	সভাপতি	অনন্যা কল্যাণ সংস্থা	ডনাইপ্রু নেলী	০১৫৫৬৪৯৭১৯৮
		সম্পাদক	মানবাধিকারকর্মী	এডভোকেট মাধবী	০১৫৫৬৭৪৩৭২৭

সিলেট বিভাগ

ক্রমিক	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১.	হবিগঞ্জ	সভাপতি	নারীনেত্রী	তাসমিনা বেগম গিনি	০১৭১১১২৩৮১৮
		সম্পাদক	প্রাকৃতিজন	তোফাজ্জল সোহেল	০১৭১১ ৩৭১০৭৩
২.	সিলেট	সভাপতি	সম্পাদক- সাপ্তাহিক গ্রাম সুরমা	হাসিনা বেগম চৌধুরী	০১৭১১১৮২৯৫৯
		সম্পাদক	সাইনিং	এডভোকেট তাহেরা স্বপ্না	০১৭১৫০২১২২১
৩.	মৌলভী বাজার	সভাপতি	জে কি সি	নীল মণি সিং	০১৭১৫৩৭৯৬৯৮
		সম্পাদক	ইসা	প্রভা রাণী বাড়াইক	০১৭১২৫১৬২৮৭
৪.	সুনামগঞ্জ	সভাপতি	সুনামগঞ্জ জনকল্যাণ সংস্থা (সুজন)	নির্মল ভট্টাচার্য	০১৫৫২৪১৮৮৭১
		সম্পাদক	সাথী	বিকাশ চন্দ্র দাস	০১৭২৭৫৬৪৩৪৪

আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস উদযাপন জাতীয় কমিটি

সচিবালয়:ইক্যুইটিবিডি, বাড়ি:১৩, রোড:২, শ্যামলী, ১২০৭। ফোন:৮১২৫১৮১/৯১১৮৪৩৫/৯১২০৩৫৮/৯১২৬১৩১

ওয়েব:www.equitybd.net, ফ্যাক্স:৯১২৯৩৯৫